ফ্যাক্ট শীটঃ আমন ধানের জাত

জাত পরিচিতি

বিআর২৩ (দিশারী) একটি নাবী আমন ধানের জাত। অর্থাৎ বন্যা-পরবর্তী রোপণ উপযোগী আলোক সংবেদনশীল জাত। বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট ১৯৮৮ সালে এ জাত উদ্ভাবন করে।

বিআর২৩

জাতের বৈশিষ্ট্য

- এর উচ্চতা ১২০ সেন্টিমিটার
- এটি আলোক সংবেদনশীল জাত ।
- এর চাল লম্বা, চিকন ও সাদা।

এ জাতের বিশেষ প্রয়োজনীয়তা

বাংলাদেশে আবাদী জমির প্রায় অর্ধেকই বন্যাপ্রবণ এবং কোন কোন বছরে ৬০% -এরও বেশী এলাকা বন্যা কবলিত হতে পারে। সাধারণত অতিরিক্ত বৃষ্টিপাতের কারণে আমন মৌসুমে বন্যা দেখা দেয় এবং ধান চাষ ক্ষতিগ্রস্ত ও বিলম্বিত হয়। আমন ধানের জমির প্রায় ২২% বন্যা প্রবণ এলাকায়। এ সকল এলাকায় বিআর২২ (কিরণ), নাইজারশাইল ও বিনাশাইল ধানের মতই বিআর২৩ নাবী আমন হিসাবে চাষ করার উপযোগী। এ কারণে দেশের দক্ষিণাঞ্চলে জাতটি বেশ জনপ্রিয় এবং জোয়ারভাটা কবলিত অঞ্চলেও নাবী রোপা আমন হিসাবে চাষযোগ্য।

জীবনকাল

এর জীবনকাল ১৫০ দিন। তবে আলোক সংবেদনশীল হওয়ায় এর জীবনকাল বপন ও রোপনের সময়ের উপর নির্ভরশীল।

ফলন

চাষাবাদ পদ্ধতি

১. **বীজ তলায় বীজ বপন :** ১ আষাঢ় - ২৫ শ্রাবণ (১৫ জুন-৯ আগষ্ট)।

২. **চারার বয়স :** ৩০-৫০ দিন (নাবী রোপণের ক্ষেত্রে চারার বয়স বেশী হওয়া আবশ্যক)।

৩. **রোপণের সময় ঃ** স্বাভাবিক অবস্থায় শ্রাবণ-ভাদ্র (নাবী: আশ্বিনের শুরু থেকে মাঝামাঝি পর্যন্ত অর্থাৎ সেপ্টেম্বরের ১৫-৩০ পর্যন্ত)।

৪. **রোপণ দূরত্ব :** ২৫X১৫ সেন্টিমিটার।

৫. **চারা রোপণ ঃ** নাবী রোপণের ক্ষেত্রে একটু বেশী বয়সের চারা ঘন করে লাগাতে হবে।

৬. **সার ব্যবস্থাপনা (কেজি/বিঘা):**

৬.১ **ইউরিয়া টিএসপি এমপি জিপসাম জিংক**

২৪ ১৩ ৯ ৮ ১.৫

৬.২ ইউরিয়া সার সমান ৩ কিস্তিতে জমি তৈরির শেষ পর্যায়ে, রোপণের ২০-২৫ এবং ৬০ দিন পর প্রয়োগ করতে হবে। তবে এলসিসি ভিত্তিক ইউরিয়া সার প্রয়োগ করা উত্তম।

৭. **সেচ ব্যবস্থাপনা ঃ** চাল শক্ত হওয়া পর্যন্ত প্রয়োজনে সম্পূরক সেচ দিতে হবে।

৮. **আগাছা দমন ঃ** রোপণের পর অন্তত ৪০ দিন আগাছামুক্ত রাখতে হবে।

৯. **রোগবালাই দমন :** অনুমোদিত পদ্ধতি অনুসরণযোগ্য।

১০. **ফসল কাটা :** ১৫ অগ্রহায়ণ-৩০ অগ্রহায়ণ (২৯ নভেম্বর-১৪ ডিসেম্বর)।

ব্রি বাংলাদেশ ধান গবেষণা ইনস্টিটিউট

আরো তথ্যের জন্য ঃ
পরিচালক (গবেষণা), ব্রি, গাজীপুর-১৭০১ ই-মেইলঃ dr@brri.gov.bd